সাকার ফিশ (Sucker fish) ধ্বংস করুন
মৎস্যসম্পদ রক্ষা করুন

সাকার ফিশ (Sucker Mouth Catfish, *Hypostomus plecostomus*) দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যাপকভাবে দেখা গেলেও গত কয়েক বছর ধরে ভারত, চীন, মায়ানমার ও বাংলাদেশের জলাশয়ে দেখা যাচ্ছে। এ মাছের অপর নাম 'প্লেকো'। অ্যাকুয়ারিয়ামের শেওলা ও ময়লা পরিষ্কার করতে আশির দশকে বিদেশ থেকে দেশে আনা হয় সাকার মাউথ ক্যাটফিশ। অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী সাকার ফিশ বর্তমানে নদী-নালা, উন্মুক্ত জলাশয় ও চাষের পুকুরে পাওয়া যাচ্ছে, যা খুবই উদ্বেগজনক।

মাছটির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- মাছের পিঠ এবং দুই পাশে চারটি কাঁটাযুক্ত পাখনা রয়েছে
- ধারালো দাঁত বিদ্যমান
- দেহ কালো মোজাইক রঙের এবং মুখ চোষকযুক্ত ও নিম্নমুখী
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত সাকার ফিশ ১৬-১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়
- মাছটি পানি ছাড়াই প্রায় ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত বাঁচতে পারে
- প্রজননকাল মার্চ হতে সেপ্টেম্বর মাস হলেও প্রধান প্রজনন মৌসুম হলো গ্রীষ্মকাল
- প্রজননকালে স্ত্রী মাছ ৫০০-৩০০০ টি ডিম দেয়
- রেণু সাঁতার কাটা পর্যন্ত বাবা মায়ের কাছে থাকে, অ্যাকটিভ প্যারেন্টাল কেয়ার বিদ্যমান
- স্বল্পমাত্রার অক্সিজেনযুক্ত নোংরা পরিবেশেও বাঁচতে পারে এবং
- খাবার মাছ হিসেবে এ মাছের উপযুক্ততা কম

সাকার ফিশের ক্ষতিকর দিকসমূহ:

- সাকার ফিশের পাখনা খুব ধারালো বিধায় অন্যান্য মাছের সাথে খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতাকালে পাখনার আঘাতে সহজেই অন্য মাছের দেহে ক্ষত তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে পঁচন ধরে মাছগুলো মারা যায়
- যেকোন পরিবেশে বাঁচতে পারে এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে বিধায় উন্মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধি ও প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়
- দেশীয় প্রজাতির মাছের ডিম ও রেণু ভক্ষণ করে মাছের বংশবিস্তারে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে
- জলাশয়ের পাড়ে ১.৫ মিটার পর্যন্ত গর্ত তৈরি করাতে পাড়ের ক্ষতি হয়
- জলাশয়ের তলার শেওলা ও জৈব আবর্জনা খায় বিধায় জলজ পরিবেশের সহনশীল খাদ্যশৃঙ্খলে বিঘ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তুসংস্থান ধ্বংস করায় জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়

সাকার ফিশ প্রতিরোধে করণীয়:

- মাছটি যাতে কোনোভাবেই উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে এ মাছ পাওয়া গেলে জলাশয়ে ছেড়ে না দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে
- পুকুর, দিঘি বা চাষের জলাশয় শুকিয়ে এ মাছ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে হবে
- শোভা বর্ধনকারী মাছ হিসেবে বাজারজাতকরণের জন্য হ্যাচারিতে প্রজনন বা লালন-পালন বন্ধ করতে হবে
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে
- বিমান ও স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে অবৈধভাবে আমদানি বন্ধ করতে হবে

মৎস্য অধিদপ্তর, জামালপুর
fisheries.jamalpur.gov.bd
প্রকাশকাল : মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

CamScanner